সংবাদ

তারিখ ... 08 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

অষ্টম পে-স্কেল অনুমোদন

সর্বোচ্চ ৭৮ হাজার সর্বনিম্ন ৮ হাজার ২৫০ টাকা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সর্বোচ্চ বেতন ৭৮ হাজার টাকা ও সর্বনিম্ন আট হাজার ২৫০ টাকা নির্ধারণ করে সামরিক ও বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতন কাঠামোর অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। নতুন এই কাঠামোর মূল বেতন ২০১৫ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। আর ভাতা কার্যকর হবে ২০১৬ সালের ১ জুলাই থেকে। গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বৈঠকে 'বেতন ও চাকরি কমিশন, ২০১৩' ও 'সশস্ত্র বাহিনী বেতন কমিটি, ২০১৩' এবং এ সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন স্কেল ও ভাতাদি নির্ধারণ করা হয়েছে।

বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূঁইঞা নতুন বেতন কাঠামোর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুটি উৎসব ভাতার পাশাপাশি এখন থেকে প্রতি বছর বাংলা নববর্ষে মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়তি একটি ভাতা পাবেন। বাতিল করা হয়েছে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড। বাতিল করা হয়েছে শ্রেণী ব্যবস্থাও। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শ্রেণী নয় গ্রেড দিয়ে পরিচিত হবেন। এছাড়া নতুন বেতন কাঠামোতে আগের মতো ২০টি গ্রেডই রাখা হয়েছে। গত ১ জুলাই থেকে পে-স্কেল কার্যকর হবে, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বকেয়াসহ বেতন পাবেন। তবে প্রথমে মূল বেতন ও ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ভাতা কার্যকর হবে। এর আগেও এভাবে পর্যায়ক্রমে বেতন কাঠামো কার্যকর হয়েছে। সর্বশেষ ২০০৯ সালের ১ জুলাই সপ্তম বেতন কাঠামো কার্যকর হয়েছিল।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, নতুন কাঠামোর বাস্তবায়নে আগের ব্যয়ের সঙ্গে আরও ১৫ হাজার ৯০৪ কোটি ২৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে। আর নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়ন হলে সর্বোচ্চ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

সর্বোচ্চ : ৭৮ হাজার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে বেতন বাবদ সরকারের ২৩ হাজার ৮২৮ কোটি ১৭ লাখ টাকা ব্যয় হবে। এবার রাজস্ব বেশি হয়েছে, পরের বছর আরও বেশি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাই বাস্তবায়নে তেমন প্রভাব পড়বে না বা সরকারকেও বেশি বেগ পেতে হবে না। অবসরের সময়সীমার বিষয়টি আগে যা ছিল এখনও তাই রয়েছে বলে জানান সচিব।

সিলেকশন গ্রেড অব্যাহত থাকবে না জানিয়ে সচিব বলেন, বেতন সবার জন্য বাড়ছে। কাজেই কিছু পদ বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুবিধা দেয়ার চেয়ে সবাইকে সুবিধা দেয়া হয়েছে। সবাই ধর্মভিত্তিক ভাতা পায়। কিন্তু সবার জন্য এবার থেকে বাংলা নববর্ষ ভাতা চালু করা হবে। বিষয়সহ শ্রেণী অনুযায়ী যেসব কাজ, সেগুলোতে পরিবর্তন আনা হবে। ঘুণে ধরা কোন কিছু থাকবে না। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার জায়গায় গ্রেডভিত্তিক সত্যায়িতকরণের ক্ষমতা থাকবে। এছাড়া ক্যাডার বা নন-ক্যাডার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হবে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা এখন থেকে ৯০ শতাংশ হারে পেনশন পাবেন।

সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে কোন শ্রেণী বিভাগ থাকবে না উল্লেখ করে সচিব বলেন, এটি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এখন থেকে এটি বিলুপ্ত। প্রথম শ্রেণী বা তৃতীয় শ্রেণী বলে কিছু থাকবে না। সরকারি কর্মচারীরা এখন থেকে গ্রেড অনুযায়ী পরিচিত হবেন। তাদের জন্য এটি হবে মনস্তাত্ত্বিক সাপোর্ট।

এমপিওভুক্তদের জন্য নতুন পে-স্কেল কার্যকর হবে উল্লেখ করে তা পর্যালোচনার কথা জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরাও নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী টাকা পাবেন। চলতি বছরের ১ জুলাই থেকেই তা কার্যকর হবে। তবে কীভাবে শিক্ষকদের এই বেতন দেয়া হবে তা অর্থ বিভাগ পরিপত্র দিয়ে নির্ধারণ করবে। শিক্ষকদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। কমিটির মাধ্যমে এর পর্যালোচনা হবে। আর নতুন কাঠামো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অসন্তোষের প্রসঙ্গে মোশাররাফ হোসেন ভূঁইয়া জানান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য 'বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিষয়ে মন্ত্রিসভা গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছে। তাদের অবস্থান নিয়ে সরকার সচেতন। তারা নতুন স্কেলে বেতন পাবেন। যে যে গ্রেডে আছেন সেই গ্রেডের নতুন কাঠামোতেই বেতন পাবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, তিন বাহিনীর প্রধানের জন্য একই বেতন নির্ধারণ করে সশস্ত্র বাহিনীর বেতন কাঠামো অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। আগে সেনাপ্রধানের বেতন নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানের চেয়ে বেশি ছিল। এখন তিন বাহিনীর প্রধানের বেতনই ৮৬ হাজার টাকা করা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী প্রধানের র‍্যাংকও আপডেট করা হবে। তিন বাহিনীর প্রধানরা এখন থেকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সমান বেতন পাবেন বলে জানান তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা এখন প্রচলিত কাঠামোতেই বেতন পাবেন। তাদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটি রয়েছে, তারা এ বিষয়ে পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন জানাবেন। প্রতিবেদন পরে কেবিনেটে এলে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে। এ সময় অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব গ্রেড ওয়ানে পড়বেন। তিনি ফিক্সড বেতন পাবেন। সরকারি কর্মচারীরা পদোন্নতি পেলে তার গ্রেড বদল হবে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। এছাড়া এ মুহূর্তে স্থায়ী পে-কমিশন গঠনের প্রয়োজন নেই বলেও জানান সচিব। তিনি বলেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

নতুন বেতন কাঠামোতে বিশেষ ধাপে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও মুখ্য সচিবদের মূল বেতন ৮৬ হাজার টাকা। পর্যালোচনা কমিটি বিশেষ ধাপ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও মুখ্য সচিবদের মূল বেতন ৯০ হাজার টাকা এবং বেতন কমিশন ১ লাখ টাকা করার সুপারিশ করেছিল। বর্তমানে এ বেতন ৪৫ হাজার টাকা। সিনিয়র সচিবদের মূল বেতন করা হয়েছে ৮২ হাজার টাকা। পর্যালোচনা কমিটি সিনিয়র সচিবদের মূল বেতন ৮৪ হাজার টাকা ও বেতন কমিশন ৯০ হাজার টাকা সুপারিশ করেছিল। বর্তমানে সিনিয়র সচিবেরা নির্ধারিত ৪২ হাজার টাকা মূল বেতন পান।

নতুন বেতন কাঠামোর ২০টি গ্রেডের সরকারি চাকরির সর্বোচ্চ ধাপ হিসেবে বিবেচিত সচিবের মূল বেতন (গ্রেড-১) ছিল ৪০ হাজার টাকা এর পরিবর্তে ৭৮ হাজার, বেড়েছে ৩৮ হাজার টাকা (৯৫%), গ্রেড-২ ৩৩ হাজার ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৬৬ হাজার, বেড়েছে ৩২ হাজার ৫০০ টাকা (৯৭.০১%), গ্রেড-৩ ২৯ হাজার পরিবর্তে ৫৬ হাজার, ৫০০ বেড়েছে ২৭ হাজার ৫০০ টাকা (৯৪.৮২%), গ্রেড-৪ ২৫ হাজার ৭৫০ টাকার পরিবর্তে ৫০ হাজার, বেড়েছে ২৪ হাজার ২৫০ টাকা (৯৪.১৭%), গ্রেড-৫ ২২ হাজার ২৫০ টাকার পরিবর্তে ৪৩ হাজার বেড়েছে ২০ হাজার, ৭৫০ টাকা (৯৩.২৫%), গ্রেড-৬ ১৮ হাজার ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৩৫ হাজার, ৫০০ বেড়েছে ১৭ হাজার টাকা (৯১.৮৯%), গ্রেড-৭ ১৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ২৯ হাজার, বেড়েছে ১৪ হাজার টাকা (৯৩.৩৩%), গ্রেড-৮ ১২ হাজার টাকার পরিবর্তে ২৩ হাজার, বেড়েছে ১১ হাজার টাকা (৯১.৬৬%), গ্রেড-৯ ১১ হাজার টাকার পরিবর্তে ২২ হাজার, বেড়েছে ১১ হাজার টাকা (১০০%), গ্রেড-১০ ৮ হাজার টাকার পরিবর্তে ১৬ হাজার, বেড়েছে ৮ হাজার টাকা (১০০%), গ্রেড-১১ ৬ হাজার ৪০০ টাকার পরিবর্তে ১২ হাজার, ৫০০ বেড়েছে ৬ হাজার ১০০ টাকা (৯৫.৩১%), গ্রেড-১২ ৫ হাজার ৯০০ টাকার পরিবর্তে ১১ হাজার, ৩০০ বেড়েছে ৫ হাজার ৪০০ টাকা (৯১.৫২%), গ্রেড-১৩ ৫ হাজার ৫০০ টাকার পরিবর্তে ১১ হাজার, বেড়েছে ৫ হাজার ৫০০ টাকা (১০০%), গ্রেড-১৪ ৫ হাজার ২০০ টাকার পরিবর্তে ১০ হাজার ২০০, বেড়েছে ৫ হাজার টাকা (৯৬.১৫%), গ্রেড-১৫ ৪ হাজার ৯০০ টাকার পরিবর্তে ৯ হাজার ৭০০, বেড়েছে ৪ হাজার ৮০০ টাকা (৯৭.৯৫%), গ্রেড-১৬ ৪ হাজার ৭০০ টাকার পরিবর্তে ৯ হাজার ৩০০, বেড়েছে ৪ হাজার ৬০০ টাকা (৯৭.৮৭%), গ্রেড-১৭ ৪ হাজার ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৯ হাজার, বেড়েছে ৪ হাজার ৫০০ টাকা (১০০%), গ্রেড-১৮ ৪ হাজার ৪০০ টাকার পরিবর্তে ৮ হাজার ৮০০, বেড়েছে ৪ হাজার ৪০০ টাকা (১০০%), গ্রেড-১৯ ৪ হাজার ২৫০ টাকার পরিবর্তে ৮ হাজার ৫০০, বেড়েছে ৪ হাজার ২৫০ টাকা (১০০%) এবং গ্রেড-২০ ৪ হাজার ১০০ টাকার পরিবর্তে ৮ হাজার ২৫০, বেড়েছে ৪ হাজার ১৫০ টাকা (১০১.২১%)।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ২৪ নভেম্বর দেশের ১৩ লাখ সরকারি চাকরিজীবীর জন্য ১৭ সদস্যের 'জাতীয় বেতন ও চাকরি কমিশন-২০১৩' গঠন করে অর্থ মন্ত্রণালয়। ওই বছরের ১৭ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া এ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। কমিশনকে ছয় মাসের (২০১৪ সালের ১৭ জুন) মধ্যে সুপারিশসংবলিত একটি প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়। পরে কমিশনের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানো হয়। গত বছরের ২১ ডিসেম্বর সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের কাছে প্রতিবেদন তুলে দেন জাতীয় বেতন ও চাকরি কমিশনের চেয়ারম্যান।